যুগান্তর

তারিখ 19 JUL 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

জাবির সাত ভবন নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) নির্মাণাধীন তিনটি হল, একটি প্রশাসনিক ভবন, একটি গবেষণাগার ও দুটি একাডেমিক ভবন নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রকৌশলদল টিম নির্মাণাধীন ভবনগুলো পরিদর্শনে গেলে নানা অসংগতি ধরা পড়ে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব ভবনেই লাল সিরামিক ইট ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে আগুনে পোড়ানো নিম্নমানের ইট। অন্যদিকে রাতে চন্দ্রকালে এসব ভবন নির্মাণের কাজে উচ্চ সুদের যন্ত্র ব্যবহার করায় ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। নির্মাণাধীন এসব ভবনের নির্মাণ কৌশল ও স্থায়ীত্ব নিয়ে শংকা প্রকাশ করেছেন ক্যাম্পাসের বিশিষ্টজনরা। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোঃ মজিবুর রহমান যুগান্তরকে জানান, পরিদর্শনে গিয়ে নির্মাণাধীন ভবনগুলোর নির্মাণ সামগ্রীতে নানা সমস্যা এবং অসংগতি পাওয়া গেছে। শেখ হাসিনা হলে ভেজাল বালু ও ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণাগারে নিম্নমানের টাইলস ব্যবহার করেছে ঠিকাদাররা। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিদর্শনের পর ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ আবার শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জানা গেছে, বর্তমানে ক্যাম্পাসে নির্মাণাধীন ৭টি ভবনে টেন্ডারের কোনো শর্তের তোয়াক্কা না করে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ইট, বালু, রড, সিমেন্ট ব্যবহার করছেন ঠিকাদাররা। সিমেন্টের ব্যবহারে নির্দিষ্ট চাহিদা বেঁধে দেয়ার পরও শেখ হাসিনা হলে তা মানা হয়নি, ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণাগারে টেন্ডার অনুযায়ী যে টাইলস ব্যবহার করার কথা তা না করে নিম্নমানের টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। শর্ত অনুযায়ী পাশে পোড়ানো ইট ব্যবহারের কথা থাকলেও আগুনে পোড়ানো ইট ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া রডের মাপ, রডের পরিমাণ, সিমেন্ট-বালুর অনুপাত ও পানি কিউরিংয়ে হেরফের করা তো খুবই সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবনের দৃঢ়তার জন্য অন্তত তিন সপ্তাহ পানি কিউরিং করা নিয়ম থাকলেও এখানে তা করা হয় পাঁচ থেকে ছয় দিন।